ভারতের পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের বিবর্তন

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথমকাল থেকেই বিজ্ঞানচর্চা শুরু হলেও ঔপনিবেশিক ভারতে পাশ্চাত্যের প্রভাবেই আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়। ঔপনিবেশিক সরকার নিজ স্বার্থেই মূলত সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতে সচেষ্ট হয়।

ভারতবর্ষে ইউরোপীয় চিকিৎসক এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের আগমন ঘটেছিল মশলা ব্যবসার সূত্রে। রোমান শাসকদের সময় থেকে ইউরোপে ভারতীয় মশলার ছিল বিশেষ চাহিদা। বড় বড় জাহাজ ভর্তি করে যে সব মশলা ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হত সেগুলি অনেকাংশে ব্যবহার করা হত ঔষধ নির্মাণে। পশ্চিম উপকূলে পোর্তুগিজরা ১৫১০ খ্রী: গোয়াকে কেন্দ্র করে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ইংরেজরা কুঠি স্থাপন করেছিল আরও পরে ১৬০৮ খ্রী:। এই সব ইউরোপীয়দের হাত ধরে পাশ্চাত্য চিকিৎসা ও ঔষধ ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়।

PARA

সপ্তম শতকে পশ্চিম উপকূলে আরব বাণিজ্যের সূত্রে নানা চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য ভারতে পৌঁছায়। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আরবের চিকিৎসকরা ভারতের ঔষধ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন। এই ভারতীয় চিকিৎসা ভাবনা আরবদের হাত ধরে ইউরোপে পৌঁছায়।

ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে ইউরোপীয়রা প্রথম এই উষ্ণীয় অঞ্চলের চিকিৎসা নিয়ে লেখালেখি শুরু করে। আমাদের দেশের রোগ নিয়ে প্রথম

মুদ্রিত বই গোয়া থেকে প্রকাশিত হয় ১৫৬৩ খ্রী: কিছু পোর্তুগিজ ভারতে বসবাসের সূত্রে জানতে পারেন যে ভারতীয়দের চিকিৎসাশাস্ত্র বেশ উন্নত, কিন্তু তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি দুর্বল, চিকিৎসা বিষয়টি কিছু লোকের নিয়ন্ত্রনে রয়েছে এবং সে সুযোগটি তারাই ভোগ করছে। ইউরোপের বিভিন্ন ঔষধ স্থানীয় কিছু লোকদের ওপর পোর্তুগিজরা প্রয়োগ করলে তারা উপকৃত হয়। ১৬১৮ খ্রী: গোয়া পৌরসভা ঘোষনা করে যে সরকারী অনুমোদন ছাড়া কেউ চিকিৎসা করতে পারবে না এবং এর জন্য 'লাইসেন্স' সংগ্রহ করতে হবে। সে 'লাইসেন্স' তারাই পাবে, যারা পাশ্চাত্য ঔষধ ব্যবহার করবে।

সপ্তদশ শতকে ইউরোপে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের শিক্ষাদান শুরু হলেও ভারতের-চিরাচরিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের তুলনায় তা খুব উন্নত ছিল না। স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় জ্ঞান অর্জন করে কয়েকজন পোর্তুগিজ চিকিৎসক গোয়াতে চিকিৎসা শুরু করেন। কিন্তু গোয়ায় মানুষের মধ্যে যে ধরনের রোগ দেখা দেয় সেখানে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ব্যর্থ হয়। ফলে পাশ্চাত্য পোর্তুগিজ চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে হিন্দু চিকিৎসা-বিদ্যার সংমিশ্রন ঘটতে থাকে। বিভিন্ন বনিকদের লেখা ডাইরি থেকে জানা যায়

Scanned by CamScanner

স্থানীয় ব্যাধি আরোগ্যে তারা স্থানীয় ঔষধি ব্যবহারে আগ্রহী ছিল। অষ্টাদশ শতকে ভারতের ইংরেজরা যত বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে, ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানেও তার পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়।

ডেভিড আর্নল্ড মনে করেন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের সূচনায় ভারতীয় বিজ্ঞান নিয়ে তাদের উৎসাহের পিছনে ছিল বিশেষ উদ্দেশ্য। চিকিৎসাবিজ্ঞান তাদের সাম্রাজ্যিক আধিপত্য স্থাপনের অন্যতম অস্ত্র হয়ে ওঠে। ~~অনেকে ইউরোপীয় আয়ুর্বেদচর্চা শুরু করেছিলেন সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি~~। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ফরাসিদের পরাজিত করে একটি শক্তিশালী বাণিজ্যিক কোম্পানিতে পরিণত হয়। বিস্তীর্ণ এলাকায় শাসনক্ষমতা রক্ষার্থে নিযুক্ত হয় নানা ইউরোপীয় কর্মচারী। কোম্পানির এই লোকজনেরা নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার্থে বাংলায় ১৭৬৪ খ্রী: প্রতিষ্ঠা করে চিকিৎসাকেন্দ্র। কিছু দিনের মধ্যে মাদ্রাজ ও বোম্বাই এ এরূপ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৬৪ খ্রী: মাদ্রাজে ইউরোপিয়ানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম চিকিৎসালয়। ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে ভারতে ব্রিটিশ সৈন্যদের নানা স্থানে কঠিন সফর করতে হত, সেখানে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নানা রোগের-

সংক্রামক ব্যাধি। মারাঠা শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে যত না সৈন্যের মৃত্যু হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি সৈন্য মারা গিয়েছিল সংক্রামক ব্যাধিতে (কলেরা)।

ঔপনিবেশিক শাসকের কাছে তাই ক্রমশ সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্যের প্রশ্নটি ভীষণ গুরুত্ব পেতে থাকে। ডেভিড আর্নল্ড মনে করেন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ছিল ঔপনিবেশিক শাসনকালে এমন একটি বিষয় যেটি সরাসরি ভারতবর্ষের সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ করেছিল। সে যুগে চিকিৎসাবিভাগে যারা যুক্ত হতেন তারা অনেকেই বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যেমন উদ্ভিদবিজ্ঞানী, প্রাণীবিজ্ঞানী, ভূবিজ্ঞানী, আবহাওয়াবিদ - এরা সবাই কোম্পানীর অধীনে নিযুক্ত চিকিৎসক। ভারতবর্ষের আবহাওয়া, পরিবেশ ও রোগালয়ে চিকিৎসকরা যে গবেষণা শুরু করেন, তার ফলে বিজ্ঞানচর্চা অনেক দূর প্রসারিত হয়।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশকে ভারতে পাশ্চাত্যকরণ শুরু হয়। ভারতের শিক্ষার পাশ্চাত্যকরণ শুরু হয়েছিল ইংরেজদের স্বার্থেই। ১৮৩৯ খ্রী: কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল থেকে প্রথম ভারতীয় ডাক্তার স্নাতক পাশ করে। ১৯১২-১৭ খ্রী: মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় 'Medical Council'। উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা অপেক্ষা চিকিৎসায় পাশ্চাত্যকরণের উদ্দেশ্যে নানা

ধরনের নিয়ম কানুন জারি করা হয়। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে যে সব ডাক্তাররা এসেছিলেন তাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল সামরিক। যুদ্ধের-সময় যাতে চিকিৎসকদের সহজে পাওয়া যায়, তার জন্য ডাক্তারদের বিশেষভাবে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। PARA পাশ্চাত্য চিকিৎসা যখন সেনাবাহিনীর গন্ডি ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলন দেখা দিল, তখন ঔপনিবেশিক শাসকরা অনুভব করতে শুরু করলেন যে, স্বল্প সংখ্যক ইউরোপীয় চিকিৎসক (সেনা চিকিৎসক ও সাধারণ চিকিৎসক) দ্বারা সেকাজ সম্ভব নয়। ইউরোপীয়দের দ্বারা চিকিৎসা-বিদ্যা কেন্দ্র স্থাপনের আগেই ১৮২৩ খ্রী: কলকাতায় প্রথম স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্যোগে 'Medical & Physical Society of India' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশীয় ভাষায় চিকিৎসা-বিদ্যাকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। লর্ড বেন্টিঙ্কের সময় চিকিৎসা বিদ্যার মাধ্যম করা হয় ইংরেজি।

চিকিৎসাবিদ্যায় ভর্তি হওয়ার জন্য ১৮৩৫ খ্রী: চালু হয় প্রবেশিকা পরীক্ষা। দেশীয় অভিজাতরা পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার অন্যতম প্রতিষ্ঠান Medical College প্রতিষ্ঠানকে স্বাগত জানান। ১৮৩৬ খ্রী: ২৮শে অক্টোবর ~~কলকাতার~~ কলকাতার মেডিকাল কলেজের চার ছাত্র নিজের ইচ্ছায় শবব্যবচ্ছেদের জন্য

Scanned by CamScanner

জন্য এগিয়ে আসেন। মধুসূদন গুপ্ত, উমাচরন শেঠ, রাজকৃষ্ণ দে ও দ্বারকানাথ গুপ্ত ছিলেন এই নীরব চিকিৎসা বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত। তবে প্রথম শবব্যবচ্ছেদের জন্য হাতে ছুরি তুলে নিয়ে প্রচলিত কুসংস্কারকে অগ্রাহ্য করেছিলেন এবং ভারতীয়দের চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত পথ দেখিয়েছিলেন মধুসূদন গুপ্ত। বোম্বাই প্রদেশে অবশ্য Grand Medical College এর ছাত্রদের মধ্যে ৪০ শতাংশ ছিল পার্শি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে মেডিক্যাল কলেজে মধ্যবিত্ত পরিবার ও ব্যবসায়ী পরিবার থেকে হিন্দু ছাত্ররা যোগদান করে। বোম্বাইয়ে খুব দ্রুত গতিতে দেশীয় ব্যক্তিদের সহযোগিতায় পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৩৫ খ্রী: কলকাতার সঙ্গে মাদ্রাজে সরকারি আনুকূল্যে Medical college স্থাপিত হয়।

কিছুদিনের মধ্যেই সরকার উপলব্ধি করে যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তুলতে হলে দেশীয় ভাষার ব্যবহারের প্রয়োজন রয়েছে। তাই ইংরাজি ছাড়াও পরবর্তী কালে বাংলা, উর্দু ও সিংহলি ভাষায় পাঠদান শুরু হয়। ১৮৭৫ খ্রী: কলকাতা Medical College-এ হিন্দুস্থানি ভাষার ক্লাস আগ্রা ও লাহোরে স্থানান্তরিত

হয়। ১৯০৬ খ্রী: লখনৌতে প্রতিষ্ঠিত হয় Medical College (King George's College)। পরবর্তীকালে বিশাখাপত্তনম, পাটনা ও দিল্লিতে সরকারি অর্থানুকূলে Medical College প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অবশেষে ১৯৩৩ খ্রী: ভারত সরকার আইন পাশ করে একটি 'Medical Council' গঠন করে। যে কাউন্সিলের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল ভারতের চিকিৎসা ডিগ্রির মানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মানের সামঞ্জস্য রক্ষা করার।

Scanned by CamScanner